কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৯

(১)অতঃপর পিলাত হযরত ইসা আ.কে চাবুক মারালেন। (২)আর সৈন্যরা কাঁটালতা দিয়ে মুকুট বানিয়ে তাঁর মাথায় পরালো এবং তাঁকে একটি বেগুনি রঙের জুব্বা পরালো। (৩)তারা বারবার তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলো, "খোশ আমদেদ, ইহুদিরাজ!" এবং তাঁর মুখে আঘাত করতে থাকলো।

(৪)পিলাত আবার বাইরে গিয়ে তাদের বললেন, "দেখো, আমি আবার তাকে বাইরে তোমাদের কাছে আনছি, যেনো তোমরা বুঝতে পারো যে, আমি তার কোনো দোষ পাইনি।" (৫)মাথায় কাঁটার মুকুট ও বেগুনি রঙের জুব্বা পরানো হযরত ইসা আ. বাইরে এলেন। পিলাত তাদের বললেন, "এই সেই লোক!"

(৬)প্রধান ইমামেরা ও পুলিশরা তাঁকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ওকে সলিবে দিন! ওকে সলিবে দিন!" পিলাত তাদের বললেন, "তোমরাই একে নিয়ে গিয়ে সলিবে দাও। আমি এর কোনো দোষ পাইনি।" (৭)ইহুদিরা তাকে উত্তর দিলো, "আমাদের একটি শরিয়ত আছে, আর সে-শরিয়ত অনুসারে তাকে মরতে হবে, কারণ সে নিজেকে আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন বলে দাবি করেছে।" (৮)একথা শুনে পিলাত এতো ভয় পেলেন, যা তিনি আগে কখনো পাননি।

(৯)তিনি আবার তার অফিসে গেলেন এবং হযরত ইসা আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছো?" কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে কোনো উত্তর দিলেন না। (১০)অতঃপর পিলাত তাঁকে বললেন, "তুমি কি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করছো? তুমি কি জানো না যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার কিংবা সলিবে দেবার ক্ষমতা আমার আছে?" (১১)হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, "ওপর থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেয়া না হলে আমার ওপর আপনার কোনো ক্ষমতা থাকতো না। অতএব, যে আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, সে এক মহাপাপী।" (১২)ওই সময় থেকে পিলাত তাঁকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু ইহুদিরা চিৎকার করে বলতে থাকলো, "যদি আপনি এই লোককে ছেড়ে দেন, তাহলে আপনি সিজারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে বাদশা বলে দাবি করে, সে সিজারের বিরুদ্ধে।"

(১৩)পিলাত একথা শুনে হযরত ইসা আ.কে বাইরে আনলেন এবং বিচারকের আসনে গিয়ে বসলেন। এটি ছিলো পাথরের তৈরি একটি উচু জায়গা, হিব্রু ভাষায় একে গাব্বাথা বলা হয়। (১৪)সেই দিনটি ছিলো ইদুল-ফেসাখের

প্রস্তুতির দিন। তখন বেলা দুপুর। তিনি ইহুদিদের বললেন, "এই তোমাদের বাদশা!" (১৫)তারা চিৎকার করে বললো, "ওকে দূর করুন! ওকে দূর করুন! ওকে সলিবে দিন!" পিলাত তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের বাদশাকে সলিবে দেবো?" প্রধান ইমামেরা উত্তর দিলেন, "সিজার ছাড়া আমাদের কোনো বাদশা নেই।"

(১৬)এরপর তিনি তাঁকে সলিবে দেবার জন্য তাদের হাতে দিয়ে দিলেন। (১৭)তারা হযরত ইসা আ.কে নিয়ে গেলো। তিনি নিজেই নিজের সলিব বয়ে নিয়ে মাথারখুলি নামক জায়গায় গেলেন। হিব্রু ভাষায় এই জায়গাকে গলগথা বলা হয়। (১৮)সেখানে তারা তাঁকে অন্য দু' জনের সাথে সলিবে দিলো- দু' জন তাঁর দু' পাশে এবং তিনি দু' জনের মাঝখানে।

(১৯)পিলাত একটি নোটিশ লিখে সলিবের ওপরে টাঙিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন, "নাসরতের হযরত ইসা আ., ইহুদিদের বাদশা।" (২০)ইহুদিদের অনেকে এই নোটিশ পড়লো, কারণ যে-জায়গায় হযরত ইসা আ.কে সলিবে দেয়া হয়েছিলো সেটি ছিলো শহরের পাশে এবং নোটিশটি লেখা ছিলো হিব্রু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায়। (২১)ইহুদিদের প্রধান ইমামেরা পিলাতকে বললেন, "'ইহুদিদের বাদশা' - একথা লিখবেন না, বরং লিখুন, 'এই লোকটি বলতো, আমি ইহুদিদের বাদশা।" ' (২২)পিলাত উত্তরে বললেন, "আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।"

(২৩)সৈন্যরা হযরত ইসা আ.কে সলিবে দেবার পর তাঁর কাপড় নিয়ে চার ভাগে ভাগ করলো- একেকজনের জন্য একেক ভাগ। তারা তাঁর জুব্বাও নিলো; এতে কোনো সেলাই ছিলো না, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোনা ছিলো। (২৪)তাই তারা একে অন্যকে বললো, "এটি আমরা ছিঁড়বো না কিন্তু এসো, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি এটি কে পায়। " এতে যবুরের একথা পূর্ণ হলো, "তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড় ভাগ করে নিলো এবং আমার কাপড়ের জন্য নিজেদের মধ্যে ভাগ্য পরীক্ষা করলো।" এবং সৈন্যরা তা-ই করলো।

(২৫)এদিকে হযরত ইসা আ.র সলিবের কাছে তাঁর মা এবং তাঁর খালা, ক্লপাসের স্ত্রী মরিয়ম এবং ম°লিনি মরিয়ম দাঁড়িয়ে ছিলেন। (২৬)যখন হযরত ইসা আ. তাঁর মাকে দেখলেন এবং যে-হাওয়ারিকে তিনি মহব্বত করতেন, তাঁকে তাঁর মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, "মা, এই তোমার ছেলে।" (২৭)তারপর তিনি সেই হাওয়ারিকে বললেন, "এই তোমার মা।" সেই সময় থেকে সেই হাওয়ারি তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

(২৮)অতঃপর হযরত ইসা আ. যখন জানলেন যে, সবই শেষ হয়েছে, তখন পূর্বের কিতাবের একথা পূর্ণ হওয়ার জন্য বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।" (২৯)সেখানে তেতো আঙুররসে ভরা একটি কলস ছিলো। তারা একটি স্পঞ্জের টুকরো তাতে ডুবিয়ে গাছের ডালের মাথায় করে তাঁর মুখে দিলো। (৩০)হযরত ইসা আ. তা গ্রহণ করার পর বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর তিনি মাথা নত করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

(৩১)যেহেতু দিনটি ছিলো প্রস্তুতির দিন, সেহেতু ইহুদিরা চাইলো না যে, দেহগুলো সাব্বাতে সলিবের ওপরে থাকুক। বিশেষ করে সেই সাব্বাতটি ছিলো একটি মহান সাব্বাত। তাই তারা পিলাতকে বললো, যেনো সলিবে দেয়া লোকদের পা ভেঙে দেয়া হয় এবং দেহগুলো সলিব থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

(৩২)পরে সৈন্যরা এসে প্রথমজন ও অন্যজনের পা ভাঙলো; এদেরকে তাঁর সাথে সলিবে দেয়া হয়েছিলো। (৩৩)হযরত ইসা আ.র কাছে এসে তারা দেখলো তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাই তারা তাঁর পা ভাঙলো না। (৩৪)কিন্তু একজন সৈন্য বল্লম নিয়ে তাঁর পাঁজরে ঢুকিয়ে দিলো আর সাথে সাথে রক্ত ও পানি বেরিয়ে এলো।

(৩৫)যিনি নিজে দেখেছিলেন, তিনি এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যেনো তোমরাও বিশ্বাস করতে পারো। তাঁর সাক্ষ্য সত্য এবং তিনি জানেন যে, তিনি সত্য বলছেন।

(৩৬)এসব ঘটলো যেনো পূর্বের কিতাবের একথা পূর্ণ হয়, "তাঁর দেহের কোনো হাড় ভাঙা হবে না।" (৩৭)এবং পূর্বের কিতাবের অন্য এক জায়গায় আছে, "যাঁকে তারা বিদ্ধ করেছে, তাঁরই দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে। " (৩৮)এরপর অরিমাথিয়ার হযরত ইউসুফ র.- যিনি ইহুদিদের ভয়ে গোপনে ইসার সাহাবি হয়েছিলেন- পিলাতের কাছে গিয়ে হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক চাইলেন। পিলাত তাঁকে অনুমতি দিলেন, আর তিনি হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক সলিব থেকে নামিয়ে আনলেন।

(৩৯)নিকদিম- যিনি আগে একবার রাতের বেলা হযরত ইসা আ.র কাছে এসেছিলেন- প্রায় পঞ্চাশ কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে এলেন। (৪০)তারা হযরত ইসা আ.র দেহ মোবারক নিয়ে ইহুদিদের দাফন করার নিয়ম অনুসারে সুগন্ধি মসলা মাখিয়ে এক টুকরো লিনেন কাপড় দিয়ে পেঁচালেন।

(৪১)তাঁকে যেখানে সলিবে দেয়া হয়েছিলো, সেখানে একটি বাগান ছিলো এবং সেই বাগানে একটি নতুন কবর ছিলো, যেখানে এর আগে কাউকে দাফন করা হয়নি। (৪২)যেহেতু দিনটি ছিলো ইহুদিদের প্রস্তুতির দিন এবং কবরটাও কাছে ছিলো, তাই তারা হযরত ইসা আ.কে সেখানে দাফন করলেন।